Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 363 - 369
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ছোটদের পত্রিকায় জীবজন্তু বিষয়ক কবিতা ও ছড়া : প্রসঙ্গ ‘শুকতারা’

শুভঙ্কর ঘোড়ুই
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া, ৭১১২০২
Email ID: shubhankarghorui@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Animal, Child magazine, Shuktara, Child literature, Pome, Rhyme.

Abstract
Children usually have special emotions and sympathy towards animals. Hence, for their love, animals have been used in children's literature from BC to the present.'Shuktara's animal related poems provide children's entertainment as well as moral education, contemporary society, international situation and light humor. How these diverse animal poems became important in the 'Shuktara' newspaper as well as in Bengali children's literature is the main topic of this essay.

Discussion

ছোটদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশুপাখির ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধের জন্ম আনুমানিক ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ওঁনার পূর্ববর্তী জন্মের কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে জাতকের গল্প। আবার আনুমানিক ৬২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন প্রভু ঈশপ। তাঁর আখ্যায়িত গল্পগুলি ঈশপের গল্প বলে বহুল প্রচলিত ও বিভিন্ন দেশে প্রচারিত। এছাড়াও আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিষ্ণুশর্মা সংস্কৃত ভাষায় লেখেন ‘পঞ্চতন্ত্র’। খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে এই তিন সাহিত্যের মূলগত উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত, উদাহরণের দ্বারা ছোটদের শিক্ষা প্রদান। দ্বিতীয়ত, ছোটদের মনোরঞ্জন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই দুই উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করতে ঈশপ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পে পশুপাখি ও জীবজন্তুর ব্যবহার করা হয়েছে। আর একাধিক জাতকের কাহিনিতেও ভগবান বৌদ্ধের পশুপাখি হয়ে জন্মবার গল্প উঠে এসেছে। হংস, হস্তী, কাক ও মহিষ জাতকের গল্পগুলি তার উদাহরণ। এই সমস্ত গল্পে জীবজন্তুরা মানুষের ভাষায় কথা বলে। ছোটরা সহজাত ভাবেই পশু-পাখিদের প্রতি আগেবপ্রবণ বলা ভালো স্নেহপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের এই ভালোলাগার জায়গাটিকে কেন্দ্র করেই মূলত তাদের জন্যই লেখা হয়েছে জাতকের গল্প, ঈশপের গল্প ও পঞ্চতন্ত্র; যেখানে পশু-পাখি ও জীবজন্তুর একত্র সমাহার।

এই ইতিহাসের সূত্র ধরে আমরা যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-কিশোর সাহিত্যে নজর রাখি তাহলে দেখবো সেখানে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য রূপকথা, লোককথা, পুরাণ, মনীষীদের জীবনকেন্দ্রিক গল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্পের পাশাপাশি পশুপাখি বা জীবজন্তু বিষয়ক গল্পের বেশ চল ছিল। অবশ্য রূপকথার মধ্যে কোনো কোনো সময় জীবজন্তু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষয়ক আখ্যান দেখা গিয়েছে। যেমন- দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি'র 'চ্যাং ব্যাং' পর্যায়ের গল্পগুলি হল তার উদাহরণ।

আমাদের আলোচনার বিষয় যেহেতু ছোটদের পত্র-পত্রিকা কেন্দ্রিক, তাই আমরা উনিশ শতকে প্রকাশিত কয়েকটি শিশু-কিশোর পত্রিকায় জীবজন্তু বিষয়ক লেখার ধরন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেব। প্রথম দিককার শিশু-কিশোর পত্রিকা 'সত্যপ্রদীপ' (পৌষ ১২৬৭), 'সখা' (পৌষ ১২৮৯), 'মুকুল' (বৈশাখ ১৩০২)-এর পাতাতে নজর রাখলে দেখা যাবে অন্যান্য বিষয়ের লেখার পাশাপাশি ছোটদের জন্য জীবজন্তু বিষয়ক লেখা বেশ চোখে পড়ে। 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকার পাতায় 'এক বরাহ ও এক অশ্বের বৃত্তান্ত', 'দুইটী ছাগীর বিবরণ', 'কুক্কুরদের বৃত্তান্ত', 'সারস পক্ষী', 'পিপিলীকা' এই শিরোনামাঙ্কিত লেখাগুলি হল তার উদাহরণ।[১] 'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'বিড়াল', 'নরহরি দাস', 'টিয়া পাখি', 'দুষ্ট বাঘ' ইত্যাদি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। আবার যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'পাখী ও হরিণছানা', 'সিংহের খেলা', 'কুকুরের প্রভুভক্তি'র মতো একাধিক জীবজন্তু বিষয়ক লেখা 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়।[২]

ছোটদের পত্র-পত্রিকায় জীবজন্তু বিষয়ক লেখা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি পত্রিকার কথা অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। খ্রিস্টান মিশনারী থেকে প্রকাশিত জন লসন সাহেব দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকা 'পশ্বাবলী' মাঘ ১২২৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। 'পশ্বাবলী' ছিল বাংলার প্রথম সচিত্র সাময়িক পত্রিকা। এই পত্রিকার মূল অংশ জুড়ে থাকত জীবজন্তুদের বিবরণ। এই পত্রিকায় ছোটদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি বেশ কিছু কবিতা ও ছড়া সমাজ সমালোচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ছবি সহ 'THE GOAT' শিরোনামে প্রকাশিত ছড়ায় দেখি—

"ছাগল শরল জাতি উপকারি হয়।
কিঞ্চিৎ করিলে স্নেহ বশ্য ভাবে রয়।।
অহিংসক ছাগকারু অপকারি নয়।
কে কোথা ছাগলে দেখে পাইয়াছে ভয়।।
ইহাকে বলির চলে মারি যেবা খায়।
তাহারা কেমন হিঁদু হায় হায় হায়।।"[৩]

এর পরবর্তীতেও প্রকাশিত শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকাগুলিতে ও শিশু-কিশোর সাহিত্যে পশুপাখি ও জীবজন্তু বরাবরই একটি নির্দিষ্ট জায়গা করে নিয়েছে। সেই ধারাবাহিক ইতিহাসের আলোচনা এই পরিসরে নিস্প্রয়োজন। আমরা এখন এই পরিসরে 'শুকতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত জীবজন্তু বা পশুপাখি বিষয়ক কবিতা ও ছড়াগুলির ধরন অনুযায়ী আলোচনা করবো।

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সমকালীন সময়ের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে কোনো সাহিত্যকে সমালোচনা করা হয়। হিপোলাইত তেইন Historical Criticism কথা বলতে গিয়ে রেস, মিলিউ ও মোমেন্টের কথা বলেছেন। 'শুকতারা'র জীবজন্তু বিষয়ক বেশ কিছু কবিতা ও ছড়াকে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পর্যালোচনা করা যায়। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীনের পরেই ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারী (ফাল্গুন ১৩৫৪) মাসে প্রকাশিত হচ্ছে 'শুকতারা' পত্রিকা। সুতরাং সদ্য স্বাধীনতার আনন্দ, আক্ষেপ ও স্বদেশের প্রতি আনুগত্য জীবজন্তু বিষয়ক কবিতাতেও ফুটে উঠেছে। এই পত্রিকার 'চিত্রে পরিচয়' বিভাগে মূলত একটি রঙীন ছবি ও সেই ছবির সাপেক্ষে কয়েকটি ছন্দবন্ধ লাইন প্রকাশিত হত। এই বিভাগেই কুমারী দেবীরাণীর লেখা ছবি সহ 'জ্ঞাতি-বিদ্রোহ' (পৌষ ১৩৫৬) কবিতাটিতে চিতা বাঘের লড়াইয়ের রূপকে স্বাধীন ভারতের একটি নিদারুণ সত্য পরিস্থিতিকে তুলে ধরা হয়েছে এই ভাবে —

"ভায়ে ভায়ে যত মারামারি করে স্বাধীন ভারত বুকে,
চাঁদিমা-নিশায় দুটো চিতাবাঘ কলহ করিছে সুখে!
স্বাধীনতা সুখ পেলনা কেহই যত বীপরীত তান,
ব্যর্থ হলোরে চাঁদিমা উজল, ব্যর্থ বিধির দান!"[৪]

আবার শ্রী দীপকের উত্তম পুরুষে লেখা ঝুঁটিওয়ালা দেশী মোরগের জবানিতে 'ঝুঁটির-গর্ব' (কার্তিক ১৩৫৫) কবিতায় স্বদেশী পণ্যের ওপর গর্ব প্রকাশ করা হয়েছে—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"হ'তে পারে পোষাক তোমার দেশী সবাই বলে,
তবুও যে তৈরী ওটা বিলিতী কোন কলে!
তাকিয়ে দেখ আমার পানে, দেখো মাথার ঝুঁটি,
সাজ-পোষাকের গর্ব্ব যত পড়বে পায়ে লুটী!"[৫]

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের প্রতি আনুগত্য থেকেই লেখক কবিতায় এই ধরনের স্বদেশী ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

আবার ১৯৪৫-এ আমেরিকা কর্তৃক জাপানের ওপর পরমানু বোমা নিক্ষেপকে কেন্দ্র করে কুমারী আরতি ঘোষ একটি পশুর জবানিতে লিখলেন 'এবার মোরা সভ্য হবো!' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) কবিতা। এই কবিতায় ব্যঙ্গ চিত্রের (চিত্র : ১ দ্রষ্টব্য) সঙ্গে ব্যঙ্গ কবিতার দ্বারা আমেরিকার পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন লেখিকা —
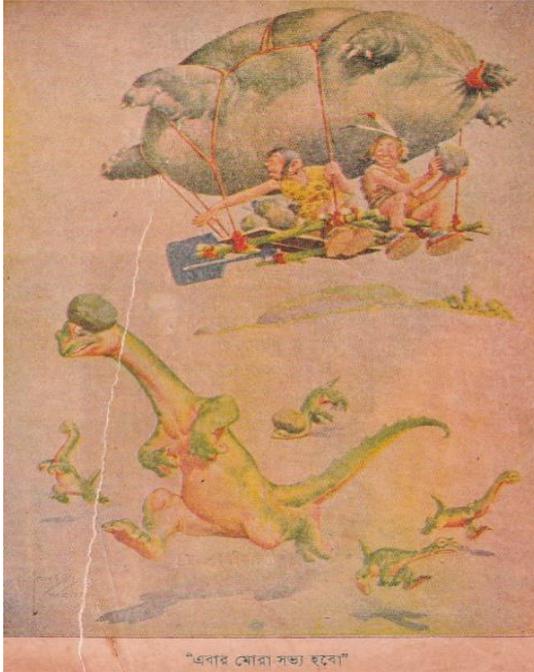
"এবার মোরা সভ্য হবো"

চিত্র : ১ (ব্যঙ্গ-চিত্র)

চিত্র : ২ (মক্কা-ফড়িং)

"এবার মোরা সভ্য হবো রুখবে কে তায় বলতে পারো?
ওপর থেকে ছুঁড়বো বোমা, বলবো হেঁকে, "মারো, মারো!"
যার যতটা খুনের নেশা, ততই বেশি সভ্য সে,
সভ্য আজি আমেরিকা, এটম-বোমার কর্ত্তা যে!
রুশ ফরাশী ইংলণ্ড খুনের নেশায় সভ্য আজ,
মোরাই কেন রইবো পড়ে? একটুখানি দেখাই কাজ!
বন-শূকরের মুণ্ডু কেটে পাম করে দাও হাওয়ায় পুরে
বোঁ-বন-বন চলছি মোরা হাওয়ায় ভেসে অনেক দূরে!
দড়াম দড়াম ছুঁড়ছি পাথর, ভাঙছি নীচে কতই শির,
ধ্বংস হবে সৃষ্টি বটে, আমরা হবো সভ্য বীর!"[৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিত্র পরিচয় বিভাগে ছবি সহ জীবজন্তু বিষয়ক একাধিকবার ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা ও ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। যেমন কুমারী তপতীরাণীর উত্তম পুরুষে লেখা 'বন-বরাহ' (চৈত্র ১৩৫৪) কবিতায় বন-বরাহ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছে, তার কারণ হল —

> "সভ্য মানুষ হয়েও সবাই করছ মারামারি,--
> হিংসা-পথে চলতে গিয়ে করছ বাড়াবাড়ি!
> মানুষ হয়েও স্বভাব যদি পশুর মত হেন,
> তোমাদের এই দলে আমি মিশব না ভাই কেন?"[৭]

এখানে পশুদের নিয়ে কবিতায় মানুষের মধ্যে থাকা পশুত্বকে নিয়ে একপ্রকার ব্যঙ্গ করেছেন লেখিকা। কিংবা, বরুণ মজুমদারের লেখা 'শিকারী মাছ' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫) কবিতাতেও মানব সভ্যতা সম্পর্কে এই একই ধরনের ব্যঙ্গ লক্ষ্য করি—

> "এক রাজ্যের অধিবাসী, অপর রাজ্যের ভক্ষ্য,
> এই কি তোমার সভ্যতা আর মৎস্য-নীতির লক্ষ্য?"[৮]

'শুকতারা'র বেশ কিছু জীবজন্তু বিষয়ক কবিতায় জীব-জন্তুর উদ্ভট আচরণকে কেন্দ্র করে নির্মল হাস্যরসের উদ্রেক করা হয়েছে। পরেশ ভট্টাচার্য্যের 'এমন শুনেছ কেউ' (ফাল্গুন ১৩৫৫), বারীন্দ্র কুমার ঘোষের 'দাঁতের ডাক্তার' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬), প্রভাকর মাঝির 'আজব দেশের আজব কথা' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬), কণা সেনের 'বনভোজনে গোল' (অগ্রহায়ণ ১৩৭৩), অশোক সীর 'এমনি মজা ঘটে যদি' (আষাঢ় ১৩৯৫) এই ধরনের কবিতাগুলি হলো তার কয়েকটি মুষ্টিমেয় উদাহরণ। এই সমস্ত কবিতায় কুকুর হুক্কাহুয়া করে ডাকে, কাকাতুয়া অভিজ্ঞ ডেনটিস্টের মতো দাঁত তুলে দেয়, বাঘেরা 'দুব্বো ঘাস' চিবোয় কিংবা মাছ, কাঁকড়া বিছে ও ইঁদুরেরা এক সঙ্গে বোন ভোজন করতে গিয়ে গোল বাঁধায়।

পশু-পাখি ও জীব-জন্তুর নাচ-গানকে কেন্দ্র করে ছেলে ভুলানোর উদাহরণ আমরা প্রাচীন লোকায়ত ছেলে ভুলানো ছড়া থেকেও পাই। 'হাতী নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনা মনির বে', 'তাইনা দেখে ভোঁদর নাচে' এই ধরনের লাইনগুলো হল তার প্রমাণ। তাই বহু পূর্ব থেকেই জীব-জন্তুর প্রতি এই আরোপিত নাচগান ছোটদের আনন্দ দিয়ে এসেছে। এই আনন্দের সূত্র ধরেই আমরা 'শুকতারা'র পাতায় কবিতা ও ছড়ার মধ্যে জীবজন্তুদের একাধিকবার নাচ গানের দৃশ্য খুঁজে পাই। মোদনমোহন কর্মকারের 'আজব দেশ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭), বিমলচন্দ্র ঘোষের 'নাচ-গান-জলসা' (কার্তিক ১৩৬৬), অসীম রায়ের 'জলসা' (শ্রাবণ ১৩৬৮), তপতীরাণীর 'নাচ গানের তালিম (মাঘ ১৩৬৮), করবী দেবীর 'মজার নাচ' (আষাঢ় ১৩৭০), মণীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলসা' (আষাঢ় ১৩৭১), সুনীল সরকারের 'শেয়ালের সংগীত সাধনা' (পৌষ ১৩৭৪), পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোয়াল ঘরের জলসা' (আশ্বিন ১৩৭৮), জ্যোতির্ময় মল্লিকের 'গানের ফ্যাসাদ' (পৌষ ১৩৯২), কাজী মুরশিদুল আরেফিনের 'গানের আসর' (ভাদ্র ১৪০৪) ইত্যাদি কবিতা ও ছড়াগুলি হল তার উদাহরণ। জীবজন্তু বিষয়ক এই কবিতা ও ছড়াগুলি কেবল নির্মল হাস্যরসের উদ্রেক করতেই লেখা হয়েছে।

বাঙালীর আচার সর্বস্ব জীবনে বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে তৈরী হয় হাসি-মজা-আনন্দের জোয়ার। তাই জীব-জন্তু বিষয়ক কবিতার মধ্যে বিয়েকে কেন্দ্র করে 'শুকতারা'য় বেশ কয়েকটি মজাদার ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। ইঁদুরের বিয়ে নিয়ে স্বদেশরঞ্জন দত্তের 'বিয়েই হল মাটি' (চৈত্র ১৩৫৬), প্যাঁচা ও পেঁচির বিয়ে নিয়ে সোমেশ্বর যশের 'বিয়ের ভোজ' (আষাঢ় ১৩৬২), সাধন বারিকের 'রামছাগলের বিয়ে' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪), প্রণবকান্তি সিংহের 'জাম্বুমানের বিয়ে' (অগ্রহায়ণ ১৩৭৮), ধূর্জটি চন্দের 'ব্যাঙের বিয়ে' (আশ্বিন ১৪০০), জীবনানন্দ গোস্বামীর 'কোলাব্যাঙের বিয়ে' (শ্রাবণ ১৪০২) ইত্যাদি ছড়া ও কবিতাগুলো হল তার উদাহরণ।

লোকায়ত পশুকথার গল্পগুলি দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমুজমদার 'ঠাকুমার ঝুলি'তে 'চ্যাং-ব্যাং' শিরোনামে অভিহিত করেছিলেন। সেখানে আমরা লক্ষ্য করি বোকা কুমির ও শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা গল্পটি। তবে 'শুকতারা'য় এই গল্পটিকে পরিবেশন করা হয়েছে একটু ভিন্ন ভাবে। এখানে ঠাকুমার ঝুলির গল্পের সঙ্গে ব্যাঙের আধুলি লোকগল্পের কাঠামোটিকে ব্যবহার করে জগন্নাথ রায় লিখলেন 'ব্যাঙ বাবাজীর পাঠশালা' (শ্রাবণ ১৩৮৯) কবিতা। এখানে লেখক, সমাজে বিদেশি

শিক্ষার রমরমা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত রূপকার্থে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই কবিতায় দেখি ব্যাঙ বাবাজী দেশ-বিদেশের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পশু সমাজকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে —

"দিল্লী মক্কা যেখানে যা জ্ঞান বিদ্যে আছে,
ঝুলি ভরে নিয়েছি সব গুণীজনের কাছে।
নিজেই আমি খুলব এবার,
পাঠশালা এক শ্রেষ্ঠ সবার।
হ্যাট-ম্যাট-ব্যাট শিক্ষা দেবো সাহেব-সুবোর ধাঁচে।"[৯]

সমকালীন সময় ও সমাজের নিরিখে লোকগল্পের আধুনিকিকরণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই কবিতাটি।

ঈশপ কিংবা পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিতে পশু-পাখি ও জীবজন্তুর রূপকে আসলে মানুষকে শিক্ষা দেবার গল্প বলে। এখানে প্রতিটা পশু-কথার মধ্যে থাকে এক-একটি নীতিকথা। 'শুকতারা'য় এই রকম বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- শ্রীমতী নীলা দত্তের লেখা 'হাতী ও ব্যাঙ' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) কবিতায় 'অহংকার পতনের মূল কারণ' এই নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর তাই শেষ পর্যন্ত ব্যাঙের পরিণতি হয় সাপের পেটে, আর হাতীর পরিণতি হয় স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে। আবার জয়দেব ভট্টাচার্যের 'বাঘহীন দেশ' (পৌষ ১৩৭৯) কবিতায় হরিণেরা বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশুরাজ সিংহের কাছে গিয়ে বাঘহীন দেশের আর্জি জানায়। বোকা হরিণেরা অগ্র-পশ্চাৎ কোনো বিবেচনা না করেই পশুরাজ সিংহের কথায় তার গুহার মুখে হাজির হয়। অতঃপর যা হবার তাই হয়। সবশেষে কৌতুকের সঙ্গে পশুরাজ হরিণদের উদ্দেশে বলেন—

"বাঘহীন দেশ আমার পেটেই দেখবে সবাই আজ।"[১০]

এই হরিণ ও সিংহের রূপকে এখানে বোঝানো হল, কোনো কাজ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না করলে সমূহ বিপদ অবসম্ভাবী। আবার হেমেন্দ্রকুমার রায় 'শেয়ালের রাজগি' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১) কবিতাটি শুরুই করছে এইভাবে—

"শোন মজার গল্প বলি,--ভারি মজার গল্প,
গল্পসল্প বলব, তবে গল্প পাবে অল্প!"[১১]

এখানে বাপের দেওয়া দেয়ালে উঠে শেয়াল নিজেকে রাজা ঘোষণা করে এবং অহংকারী হয়ে জঙ্গলের সব জীবজন্তুদের তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে। অহংকার ও চালাকির দ্বারা কখনো বড় হওয়া সম্ভব নয়। এই নীতিবাক্যই এই কবিতায় ফুটে ওঠে। তাই শেষ দুই পংক্তিতে কবি লেখেন—

"তাকেই মোরা উচ্চ বলি উচ্চ যাহার মন,
বাঁশ ব'য়ে কেউ উঠলে টঙে, পড়তে কতক্ষণ?"[১২]

আবার, নগরায়ণের ফলে ক্রমশ জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে, বাড়ছে শহরের পরিধি। ফলতই বন্যপ্রাণীদের অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। বন্য জীব-জন্তু তাই বাধ্য হয়ে চলে আসছে শহরে। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় প্রকাশিত 'শুকতারা'র একটি ছড়ার মধ্যে ফুটে ওঠে এমনি ধরনের করুণ চিত্র। এখানে তাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'হাতির জন্য শোক' (আশ্বিন ১৪০১) ছড়াটি কৌতুকের বদলে করুণ রসের সঞ্চার ঘটায় —

"রুখতে গিয়ে হয় জখম   বলে হাতি হোক খতম।
রক্ষী এসে চালায় গুলি   গুঁড়িয়ে দেয় মাথার খুলি।
হাতি তখন গেল মারা   হায় বেচারা! হায় বেচারা!"[১৩]

অপরদিকে অন্নদাশঙ্কর রায়েরই লেখা 'বাঘের গলায় মালা' (আশ্বিন ১৪০৩) কবিতাতেও একই বার্তা লক্ষ্য করি। চিড়িয়াখানার বেচারা বাঘকে দুই উজবুক মালা পরাতে গিয়ে বাঘ বাবাজীকে বিরক্ত করলে বাঘ তাদের ওপর চড়াও হয়। তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে বলতে শোনা যায়—

"দর্শকদের তবুও রোষ   গর্জে ওরা, 'বাঘকে মারো
আর কারো নয়, বাঘের দোষ।'
কেউ সেখানে নেই পাহারা   ওমনি হল বাঘের দিকে
ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারা।"[১৪]

তেমনি আবার অশোক সীর লেখা 'মুক্ত ওদের হাসি খুশি' (আশ্বিন ১৪০১) কবিতাতেও খাঁচায় বদ্ধ নয় মুক্ত অঙ্গনে পশু-পাখিকে ছেড়ে রাখবার বার্তা দেওয়া হয়েছে এই ভাবে –

"পশু-পাখি খাঁচায় পুরে রাখছো করে বন্দী?
তোমার খুশির জন্যে শুধু এই করেছ ফন্দী! ...
তোমার খুশি, ওদের খুশি এক সে করে নাও না,
মুক্ত হাসির খুশির বাঁশি একটি সুরে গাও না!"[১৫]

উদ্ভট জীবজন্তুর সৃষ্টি করে ছড়া লেখার প্রবণতা সৃষ্টি করে গিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়। হাসজারু, ট্যাঁশ গোরু ইত্যাদি ছড়াগুলি হল তার উদাহরণ। 'শুকতারা'র কবিতার মধ্যেও আমরা এই রকম একটি জীবের উদ্ভব দেখি কৃষ্ণ মিত্রের লেখা 'মক্কা-ফড়িং' (চৈত্র ১৩৫৫) কবিতায়। এই মক্কা ফড়িংয়ের (চিত্র : ২ দ্রষ্টব্য) বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লেখক লিখেছেন –

"নাম ধ'রে তার ডাকো যদি ঘাড়টি দেবে মটকে ভাই,
কানে যদি সুড় সুড়ি দাও তাহলে আর রক্ষে নাই
পায়ের পাতা হাতীর মতো থপ থপিয়ে যখন চলে,
কেউ যদি তার সামনে পড়ে গোঁফ দিয়ে দেয় কানটি ম'নে!
তালের মতো চোখ দুটি তার নাকটি যেন বরণ-কুলো,
আকাশ দিয়ে ছুটলো যপদি মরলো তবে তারাগুলো!"[১৬]

এই সব কবিতা ছাড়াও বিচিত্র ধর্মী মজা ও একরাশ স্নিগ্ধতার ডালি নিয়ে জীবজন্তু বিষয়ক ছড়া 'শুকতারা'য় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। যেমন - প্রসাদ রায়ের 'পাগলা হুলো' (কার্তিক ১৩৫৫), আশিষ সান্যালের 'ভোরবেলা' (ফাল্গুন ১৪০১), দিলীপ ঘোষের 'প্রজাপতি গো' (শ্রাবণ ১৩৫৬), সুনির্মল বসুর 'আচ্ছা ফ্যাসাদ' (ফাল্গুন ১৩৫৮), 'সাবাস বীর' (কার্তিক ১৩৫৯), অশোক সীর 'শুঁয়াপোকা ও প্রজাপতি' (চৈত্র ১৩৬১), বিমলচন্দ্র ঘোষের 'চাঁদনী রাতের বক্সিং' (শ্রাবণ ১৩৬৮), উমা দে'র 'এক যে ছিল হুলো' (শ্রাবণ ১৩৭১), আশানন্দ চট্টরাজের 'ভোজ' (বৈশাখ ১৩৭২), ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'চড়াই-বড়াই' (ফাল্গুন ১৪০২), 'শিয়রে শমন' (শ্রাবণ ১৪০২) ইত্যাদি কবিতাগুলি উল্লেখ্যযোগ্য।

শতাব্দী প্রাচীন সূত্র ধরে ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পশুপাখিদের যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে 'শুকতারা' পত্রিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং আলোচনা শেষে বলা ভালো এই যাত্রা পথটিকেই আরো সুদূরপ্রসারী করে তুলতে কিছুটা হলেও ভূমিকা গ্রহণ করে 'শুকতারা'। তবে এখানে প্রকাশিত জীবজন্তু বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বিস্তর বৈচিত্র্যের সম্ভার। আর তাই শুধু ছোটদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য নিয়েই নয় আরো বিভিন্ন দিক থেকে এই পত্রিকার জীবজন্তু বিষয়ক কবিতাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমাজ, দেশীয় থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, নির্মল হাস্যরস, নীতি-শিক্ষা প্রদান, নগরায়ণ এই সমস্ত কিছুই ফুটে ওঠে এই পত্রিকার জীবজন্তু বিষয়ক কবিতা ও ছড়াগুলির মধ্যে। তাই বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অঙ্গনে ও ছোটদের কাছে 'শুকতারা'য় প্রকাশিত এই ধরনের কবিতা-ছড়াগুলি বিশেষভাবে জায়গা করে নেয়।

Reference:

১. বসু, স্বপন (সম্পাদিত), সত্যপ্রদীপ, পারুল প্রকাশনী, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৭
২. দাস, সুব্রত, বাংলা শিশুসাহিত্য: উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ পর্ব, জয়গোপাল মণ্ডল (সম্পাদিত), 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২০১৭, ধানবাদ, পৃ. ৩২
৩. চক্রবর্তী অনিতেশ, 'বঙ্গদর্শন ইতিবাচক বাংলা' অনলাইন পত্রিকা, https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/story-of-poshwaboli-john-losson
৪. দেবীরাণী, জ্ঞাতি-বিদ্রোহ, 'শুকতারা' পত্রিকা, পৌষ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৭০
৫. শ্রীদীপক, ঝুঁটির গর্ব, 'শুকতারা' পত্রিকা, কার্তিক ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৫৪
৬. ঘোষ, আরতি, এবার মোরা সভ্য হবো, 'শুকতারা' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬০০

৭. তপতীরাণী, বন-বরাহ, 'শুকতারা' পত্রিকা, চৈত্র ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৫২
৮. মজুমদার, বরুণ, শিকারী মাছ, 'শুকতারা' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৫২৪
৯. রায়, জগন্নাথ, ব্যাঙ বাবাজীর পাঠশালা, 'শুকতারা' পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪০৭
১০. ভট্টাচার্য, জয়দেব, বাঘহীন দেশ, 'শুকতারা' পত্রিকা, পৌষ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৭৬৭
১১. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, শেয়ালের রাজগি, 'শুকতারা' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৪৫
১২. তদেব
১৩. রায়, অন্নদাশঙ্কর, হাতীর জন্য শোক, 'শুকতারা' পত্রিকা, আশ্বিন ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৯
১৪. রায়, অন্নদাশঙ্কর, বাঘের গলায় মালা, 'শুকতারা' পত্রিকা, আশ্বিন ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৭
১৫. শী, অশোক, মুক্ত ওদের হাসি খুশি, 'শুকতারা' পত্রিকা, আশ্বিন ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৯
১৬. মিত্র, কৃষ্ণ, মক্কা-ফড়িং, 'শুকতারা' পত্রিকা, চৈত্র ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৮

Reference of picture :

১. চিত্র ১ : 'এবার মোরা সভ্য হবো', 'শুকতারা' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৫৯৯
২. চিত্র ২ : 'মক্কা-ফড়িং', 'শুকতারা' পত্রিকা, চৈত্র ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৯